খামে সাদা পাউডার, অসুস্থ ট্রাম্প-পুত্রবধূ

ওয়াশিংটন, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ডাকে আসা একটি চিঠিতে সাদা পাউডার থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুত্রবধূ অসুস্থ হয়ে পড়ায় মার্কিন প্রশাসনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্বামী ট্রাম্প জুনিয়রের নামে যেসব চিঠি এসেছিল সেগুলি খুলে দেখছিলেন ভেনিসা। একটি খামের মধ্যে সাদা পাউডার ছিল। ভেনিসা অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে নিউ ইয়র্কের একটি হাসপাতালে ভরতি করানো হয়েছে। পরে অবশ্য ওই পাউডার পরীক্ষা করে বিষাক্ত কিছু পাওয়া যায়নি। এর আগে ২০০১ সালে বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সাংসদদের কাছে খামে ভরে অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু পাঠানোয় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছিল। তারপর থেকে মার্কিন প্রশাসন ডাকে পাঠানো পাউডারের ব্যাপারে সতর্কতা জারি করে। ট্রাম্প জুনিয়রের যে চিঠিতে সাদা পাউডার পাওয়া গিয়েছে তাতে বোস্টনের ডাকটিকিট ছিল বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার পর টুইট বার্তায় ট্রাম্প জুনিয়র বলেছেন, 'ভেনিসা ও সন্তানরা যে নিরাপদে রয়েছে, তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।'

গণমাধ্যমের উপর নিষেধাজ্ঞা

মালে, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ গণমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করল মালদ্বীপ সরকার। সে দেশে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর মালদ্বীপ সরকার জানিয়েছে, সরকার যাচাই না করা পর্যন্ত গণমাধ্যমে কোনো তথ্য প্রকাশ করা যাবে না। সরকারের বক্তব্য, ভুল তথ্য প্রচারিত হলে তদন্ত প্রক্রিয়া প্‌ভাবিত হতে পারে। মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট আবদুল্লা ইয়ামিন সম্প্রতি দেশে ১৫ দিনের জন্য জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। একইসঙ্গে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ অন্য এক বিচারপতিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরপর থেকে মালদ্বীপে রাজনৈতিক সংকট তীব্র হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, কারাবন্দি বিচারকদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের চেষ্টার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশের দাবি। এখনও পর্যন্ত ৩০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এগিয়ে স্ন্যাপচ্যাট

নিউ ইয়র্ক, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ নতুন তরুণ গ্রাহকদের মধ্যে জনপ্রিয়তার লড়াইয়ে স্ন্যাপচ্যাটের কাছে হেরে যেতে চলেছে ফেসবুক। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে, ২০১৮ সালে ২৫ বছরের কমবয়সি অন্তত ২০ লক্ষ গ্রাহক হারাবে ফেসবুক। অন্যদিকে, এই বয়সের ১৯ লক্ষ গ্রাহক বাড়বে স্ন্যাপচ্যাটের। সম্প্রতি স্ন্যাপচ্যাটের ব্যবহারের পদ্ধতি আরও সরল করা হচ্ছে। ফলে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

ব্রাজিলে রিও ডি জেনেইরোতে চলছে বাৎসরিক ফেস্টিভ্যাল। – পিটিআই

শিশু যৌন হয়রানিতেও ফৌজদারি বিধি বদল

বউ ফেলে পালালে আইনের ফাঁসে পড়বেন অনাবাসীরা

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ থাকেন বিদেশে। আদবকায়দাও একেবারে বিদেশিদের মতো। তবু বংশকৌলীন্য ও সংস্কৃতির কথা ভেবে কোনো বিদেশিনির পানিপ্রার্থী হতে পারেন না বহু অনাবাসী ভারতীয়ই। ফলে জাত-গোত্র মিলিয়ে 'পালটি' ঘরের মেয়েকে বিয়ে করতে তাঁদের উড়ে আসতে হয়। কিন্তু ওই বিয়ে পর্যন্তই। দিন কয়েক মধুচন্দ্রিমার ছুটি কাটিয়ে এনআরআই পাত্র ফের উড়ে যান চাকরির জায়গায়। দেশ-গাঁয়ের কথা আর মনেও থাকে না। এনআরআই বর আর শ্বশুরবাড়ির গরিমার সুতো ধরে একা জীবন কাটে এক নারীর। বৃন্দাবনের বিধবাদের নিয়ে তা-ও খবর হয়, কিন্তু অনাবাসীদের পরিত্যক্ত বধূদের কথা কেউ জানতে পারে না। এনআরআই পরিত্যক্ত নারীদের দুর্দশা ঘোচাতে এগিয়ে এসেছে কেন্দ্র। এবার থেকে বিয়ের পরে স্ত্রীকে দেশে ফেলে রেখে গেলে তা ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। থানায় অভিযোগ এবং আদালতে মামলা ওঠার পর আদালতের সমন তিনবার অগ্রাহ্য করলে কঠোর সাজার মুখেও পড়তে হবে সংশ্লিষ্ট দোষী অনাবাসী ভারতীয় স্বামীকে। ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি সংশোধন করে স্ত্রী পরিত্যাগকারী অনাবাসী স্বামীদের 'ফেরার' ঘোষণা করার আইন আনতে চলেছে কেন্দ্র। শুধু তা-ই নয়, এ দেশে ওই সমস্ত ব্যক্তি ও তাঁদের বাবা-মায়েদের সম্পত্তিও অধিগ্রহণ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। স্ত্রী পরিত্যাগকারী অনাবাসীদের আদালত অবমাননা সংক্রান্ত অভিযোগ কার্যকর করার জন্য আইনি পরিবর্তন চেয়ে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রকের কাছে ইতিমধ্যে লিখিত আবেদন জানিয়েছে বিদেশমন্ত্রক।

এছাড়া, শিশুদের যৌন হেনস্তার ক্ষেত্রেও বিধি পরিবর্তন হতে চলেছে। শিশুদের যৌন হয়রানির ঘটনার কয়েক বছর পরেও যাতে অভিযোগ দায়ের করা যায়, সেই ব্যাপারে ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে সংশোধনী আনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী মানেকা গান্ধি। তিনি বলেন, নাবালক অবস্থায় যৌন হয়রানির তাৎপর্য বোঝা সম্ভব নয়। নাবালকের স্মৃতিতে ঘটনার ছাপ থেকে যায়, যা সাবালক অবস্থায় তাকে পীড়িত করে তুলতে পারে। ছোটোবেলায় ব্যক্তিগত মর্যাদাহানির ঘটনার সুবিচার হলে তাঁর ক্ষতে কিছুটা হলেও প্রলেপ দেওয়া সম্ভব হবে। অনেক সময় যৌন হেনস্তার ঘটনা নির্যাতিতের আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়। কিন্তু প্রতিকার পেলে সেটা ফিরে আসতে পারে। এইসব কথা মাথায় রেখেই ফৌজদারি দণ্ডবিধি পালটানোর কথা ভাবা হয়েছে।

কেরলে খুন কংগ্রেস কর্মী, অভিযুক্ত সিপিএম

তিরুবনন্তপুরম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সিপিএম বনাম আরএসএস-বিজেপির হিংসার কারণে বাম শাসিত কেরল গত কয়েক বছর ধরেই সংবাদের শিরোনামে। দু-পক্ষের মধ্যে শান্তি আলোচনার পর পরিস্থিতি খানিকটা স্বাভাবিক হলেও ফের হিংসার ঘটনা ঘটল কেরলে। এবার হিংসার শিকার কংগ্রেস। অভিযোগের আঙুল উঠেছে শাসক সিপিএমের দিকে। সোমবার রাতে কান্নুরে স্থানীয় যুব কংগ্রেস নেতা এসভি সুহেইবকে একদল দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে, বোমা মেরে খুন করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার ১২ ঘণ্টার কান্নুর বন্‌ধের ডাক দিয়েছিল কংগ্রেস। দলীয় কর্মী খুনের ঘটনায় শাসক সিপিএমের বিরুদ্ধে 'লাল সন্ত্রাস'-এর অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস। দলের সভাপতি রাহুল গান্ধি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী একে অ্যান্টনি, কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমেন চান্ডি, বিরোধী দলনেতা রমেশ চেন্নিথালা সহ কংগ্রেস নেতারা সিপিএমকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। টুইটারে এই হত্যার নিন্দা করে রাহুল গান্ধি বলেন, 'কেরলের যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুহেইবের খুনের ঘটনা শুনে আমি বিস্মিত। যারা এই কাপুরুষোচিত কাজ করেছে আশা করি খুব শীঘ্রই বিচার হবে।' নিহত কর্মীর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান রাহুল। একে অ্যান্টনি বলেন, 'সিপিএমের লাল সন্ত্রাসের সর্বশেষ সংযোজন গতকালের ঘটনা। পুলিশ শুধু দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।' মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের বিরুদ্ধে অ্যান্টনির অভিযোগ, বিজেপি এবং সিপিএম রাজনৈতিক হিংসার ব্যাপারে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। দুই দলই হিংসা চালাচ্ছে, রাজ্যের ঐক্য-শান্তি নষ্ট করছে। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে স্বরাষ্ট্রদপ্তর থাকা সত্ত্বেও ওঁর পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ। এই অভিযোগ খারিজ করেছে সিপিএম। দলের কান্নুর জেলা সম্পাদক পি জয়রাজনের দাবি, সুহেইবকে খুনের ঘটনায় সিপিএমের কোনো নেতা-কর্মী জড়িত নন। অভিযুক্তদের অবশ্য এখনও গ্রেফতার করা যায়নি।

উত্তর কোরিয়া-আমেরিকা আলোচনার সম্ভাবনা

পিয়ং ইয়ং ও ওয়াশিংটন, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ শীতকালীন অলিম্পিক চলার সময় তাঁর দেশের প্রতিনিধিদের প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার আচরণের প্রশংসা করেছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন। উত্তর কোরিয়ার সরকারি সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, অলিম্পিকে উত্তর কোরিয়ার উপস্থিতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য দক্ষিণ কোরিয়াকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কিমের ছোটো বোন কিম ইয়ো জংয়ের নেতৃত্বে উত্তর কোরিয়ার একটি প্রতিনিধিদল শীতকালীন অলিম্পিকের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দক্ষিণ কোরিয়ায় গিয়েছিল।

অন্যদিকে, উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে সরাসরি আলোচনার সম্ভাবনা দেখছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স। তিনি জানিয়েছেন, উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়া একমত হয়েছে। পেন্সও দক্ষিণ কোরিয়ায় শীতকালীন অলিম্পিকের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। তবে সেখানে তিনি উত্তর কোরিয়ায় প্রতিনিধিদলের কোনো সদস্যের সঙ্গে কথা বলেননি। পরে তিনি বলেছেন, প্রথমে সিওল ও পিয়ং ইয়ংয়ের মধ্যে কথা হতে পারে। এরপর কোনোরকম শর্ত ছাড়াই আমেরিকা সরাসরি কথা বলতে পারে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে। একইসঙ্গে পেন্স জানিয়ে দিয়েছেন, আলোচনার দরজা খোলা থাকলে আমেরিকা উত্তর কোরিয়ার ওপর চাপ অব্যাহত রাখবে। তাঁর দক্ষিণ কোরিয়া সফরের সময় পেন্স সে দেশের প্রেসিডেন্ট মুন জায়ে ইনের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে পেন্স-কে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেছেন, তিনি উত্তর কোরিয়াকে বলবেন শুধু আলোচনার মাধ্যমে তাদের উপর থেকে আর্থিক ও কূটনৈতিক অবরোধ তুলে নেওয়া হবে না। তার আগে পরমাণু কর্মসূচি বন্ধ করতে উত্তর কোরিয়াকে কার্যকরী পদক্ষেপ করতে হবে।

বিশ্বজুড়ে সাইবার হানা

ওয়াশিংটন, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ শীতকালীন অলিম্পিককে সামনে রেখে শান্তির বার্তা দিচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া। সম্প্রতি সেখানেই দেখা গেল আশঙ্কার ছায়া। সৌজন্যে 'অলিম্পিক ডেস্ট্রয়ার' নামে একটি ভাইরাস। অলিম্পিকের সূচনা অনুষ্ঠান পণ্ড করতেই ভাইরাসটিকে তৈরি করা হয়েছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মার্কিন সাইবার প্রতিরোধী সংস্থার দাবি, ভাইরাসটি যে কম্পিউটারে ঢুকছে সেখানে একটি নতুন উইন্ডো খুলে যাচ্ছে। ফলে বিভ্রান্ত হচ্ছেন ব্যবহারকারীরা। অলিম্পিক ডেস্ট্রয়ারের প্রভাবে ওয়াইফাই পরিসেবাও প্রভাবিত হতে পারে। শীতকালীন অলিম্পিকের আয়োজকদের দাবি, তাদের একাধিক কম্পিউটারে আক্রমণ চালিয়েছে ভাইরাসটি। অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য নিরাপদ রাখতে বিশেষ সাইবার সুরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করেছেন তারা। অন্যদিকে, ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় ওয়েবসাইটেও হামলা চালিয়েছে 'ব্রাউজলাউড' নামে একটি ভাইরাস।

বাঘ গুনতে ক্যামেরা ফাঁদ

ঢাকা,১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সুন্দরবনে ফের বাঘ গণনা শুরু করছে বাংলাদেশের বনবিভাগ। ক্যামেরায় ছবি তুলে ও বাঘের পায়ের ছাপ গুনে এই গণনা প্রক্রিয়া চলবে। বাঘ গণনার এই কাজে বনবিভাগকে সাহায্য করবে একটি বেসরকারি সংস্থা। আগামী বছরের গোড়ায় গণনার ফল প্রকাশ করা হবে। জানা গিয়েছে, 'ক্যামেরা ফাঁদ' নামে একটি পদ্ধতিতে বিভিন্ন জায়গায় ক্যামেরা বসানো হবে। সেইসব ক্যামেরার সামনে দিয়ে বাঘ যাতায়াত করলে তার ছবি উঠবে। এছাড়া যেসব খালে বাঘ জল খেতে যায় সেখানে পায়ের ছাপ গুনে বাঘের সংখ্যা নির্ধারণ করার চেষ্টা হবে।

অসমে আনন্দমার্গের ডেরা থেকে উদ্ধার চার নাবালিকা

বিভূতিভূষণ গোস্বামী ● শিলচর

১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ অসমের কাছাড় জেলার উধারবন্দ এলাকায় আনন্দমার্গের অফিস সংলগ্ন হস্টেল থেকে চার নাবালিকাকে উদ্ধার করল পুলিশ। হস্টেলের দায়িত্বে থাকা আনন্দমার্গের এক সন্ন্যাসিনীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই সন্ন্যাসিনীর নাম আনন্দ অরুন্ধতী। যদিও পরে তিনি জামিন পেয়ে যান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিশুগুলির অভিভাবকরা অভিযোগ করেছিলেন, তাদের সন্তানদের জোর করে আটকে রাখা হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ ওই হস্টেলে হানা দিয়ে একটি তালাবন্ধ ঘর থেকে চারজনকে উদ্ধার করা হয়। নাবালিকাদের বয়স আট থেকে এগারোর মধ্যে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। চার নাবালিকার মধ্যে দুজন অসমের হাইলাকান্দি জেলার, একজন ত্রিপুরার আগরতলার ও আরেকজন পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা। এরা আনন্দমার্গের স্কুলেই পড়াশোনা করে। জানা গিয়েছে, শিশুদের সন্ধান চেয়ে তাদের আধিকারিকরা চাইল্ড লাইন ও চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির (সিডবলিউসি) দ্বারস্থ হন। পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়। শিশুদের এভাবে আটকে রাখার অভিযোগে সন্ন্যাসিনী আনন্দ অরুন্ধতীকে গ্রেফতার করা হলেও মামলাটি জামিনযোগ্য হওয়ায় তিনি আপাতত ছাড় পেয়েছেন। চাইল্ড লাইন ও সিডবলিউসি আধিকারিকদের অভিযোগ, আরও ছয়টি শিশু নিখোঁজ রয়েছেন। তবে এদিনের অভিযানে তাদের সন্ধান মেলেনি। তাদের সন্ধানে অসম পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। তবে অভিযুক্ত সন্ন্যাসিনী জানান, বিভিন্ন জায়গা থেকে সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া নাবালক-নাবালিকাদের পড়াশোনার জন্য এখানে আনা হয়। বড়ো হওয়ার পর তাদের অভিভাবকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে পুলিশ অভিযানের পিছনে চক্রান্ত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

ভারতে আসছেন রৌহানি

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রায় দেড় দশক পরে ভারত সফরে আসছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রৌহানি। বাজপেয়ীর আমলে ভারতে এসেছিলেন তদানীন্তন ইরানের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ খাতামি। তারপর ১৫ বছর কেটে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে চলতি সপ্তাহে তিনদিনের সফরে ভারতে আসছেন রৌহানি। রৌহানির ভারত সফরে যোগাযোগ ও জ্বালানি সহ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে দু-দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা রয়েছে। ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রৌহানি এমন একটা সময়ে এদেশে সফরে আসছেন, যখন তেহরানের বিরুদ্ধে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা জারির হুঁশিয়ারি দিয়েছে মার্কিন সরকার। পরমাণু কর্মসূচির জন্য ইরানের উপর আগেই আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল রাষ্ট্রসংঘ। তা সত্ত্বেও দিল্লি তেহরানের সঙ্গে বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ইরানের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের অন্যতম প্রধান ক্রেতা ভারত। চাবাহার বন্দরের মাধ্যমে এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গে মসৃণ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তৎপর ভারত। পাকিস্তানকে এড়িয়ে পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমদানি-রফতানি বাড়াতে এই বন্দর ভারতের কাছে অপরিহার্য। বন্দরটির সামগ্রিক উন্নতিতে ৫০ কোটি ডলার বিনিয়োগের চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে দু-দেশের মধ্যে। শুধু সড়কপথেই নয়, চাবাহারের সঙ্গে রেলসংযোগ সম্প্রসারণেরও চুক্তি হয়েছে। চাবাহার মুক্ত বাণিজ্য-শিল্পাঞ্চলে পেট্রোকেমিক্যাল, সার কারখানা গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে ভারতের। বিষয়গুলি নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা রয়েছে রৌহানির চলতি সফরে।